ফেলে দেওয়া ফওজিয়া

ফওজিয়াকে ওর জন্মের পর পরই ফেলে দেওয়া হয়েছিল । একটুকরো কাপড় জরিয়ে তুলতুলে নবজাত ফওজিয়াকে প্রচন্ড রোদ আর গরম বালির বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছিল । কামনা করা হয়েছিল ওর মৃত্যু । শুনলে আশ্চর্য হবেন যে এমন কাজটি করেছিলেন সে হচ্ছে ওর জন্মদাতা মা ।

আমরা জানি, কু-সন্তান কখোনো হয়, কু-মাতা কখোনো নয় । সন্তানের মৃত্যু কামনা যখন কোনো মা করেন তখন একটু চিন্তিত হতে হয় বৈকি!

ফওজিয়ার মা কোনো মানসিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন না । ঊনি ছিলেন তা'র স্বামীর সাতটি বিবির একজন । সাত সতিনের ঘর । ফওজিয়ার জন্মের কয়েক মাস আগে ওর পিতার ১৪বছর বয়স্কা সপ্তম বিবিটি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় । ফওজিয়া তখন মায়ের জঠরে হাত পা নাড়ছিল, ওর মা মনে প্রানে চাইছিলেন একটি ছেলে হোক, তা'না হ'লে এতগুলো সতিনের ঘরে তালাকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না ।

আফগানিস্তানে একটি মেয়ের মূল্য গৃহপালিত ছাগলটির চাইতে কম । ছাগল দুধ দেয়, মাংশ দেবে, চামড়াটি বিক্রি করলে এক হপ্তার রুটির দাম পাওয়া যাবে । মেয়েদের কি মূল্য আছে? মেয়ের জন্য প্রতিদিন খাবার জোগার করতে হবে, বিয়ের জন্য বিশাল যৌতুক । তাই ফওজিয়ার জন্ম ওর মায়ের জন্য ছিল এক দুঃস্বপ্ন । হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ওর মা ওকে ফেলে এসেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে, কর্কশ প্রান্তরে যেখানে মৃত্যু ঘুড়ে বেড়াচ্ছে এক টিলা থেকে অন্য টিলায় । সেখানে বেঁচে থাকতে হলে ক্যাকটাস হতে হয় । এমন অব্যার্থ মৃত্যুর পরিপাটি ব্যাবস্থার মাঝখানেও সেই কথাটিই সত্যি হলো- রাখে আল্লা মারে কে!

ফওজিয়া মরেনি । আকাশ থেকে নেমে আসা ফোঁটা ফোঁটা শবনম ওর কচি ঠোট ভিজিয়ে দিয়েছে । দূরে মুয়াজ্জীনের আজানের সুর ওকে ঘুম পাড়িয়েছ । এক মুসাফির সেখান থেকে কুড়িয়ে ওকে তুলে দিয়েছিল ওর মায়ের কাছে । রোদে ঝলসানো অর্ধমৃত শিশু ফওজিয়া কোন শক্তিবলে টের পেয়েছিল ওর মায়ের শরীরের গন্ধ । ছোট্ট দুটি হাতে আক্ড়ে ধরেছিল পৃথিবীর তাবৎ মানুষের শান্তির আশ্রয়, মায়ের বুক । সেই মূহুর্তে মা ফওজিয়াকে বুকে চেপে কসম খেয়েছিলেন আমি বেঁচে থাকতে এ

মেয়ের ক্ষতি করার সাধ্যি কারো নেই । কথা রেখেছিলেন ওর মা । তালিবান বেষ্টিত আফগানিস্তানে মেয়েকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন । মেয়েকে সব বাধাঁ প্রতিহত করে ডাক্তারী পড়িয়েছেন ।

ফওজিয়া কুফি (Fawzia Koofi) এখন আফগানিস্তানের পার্লামেন্টে মহিলা ডেপুটি স্পিকার । অন্য দশটা দেশের স্পিকারের মত জীবন কিন্তু আফগানিস্তানের স্পিকারের নয় । প্রতিদিন ফওজিয়া পাচ্ছেন মৃত্যুর পরোয়ানা আর বিবাহের প্রস্তাব । হয় বিয়ে কর নাহয় মর!

এইতো সেদিন গুলিতে ঝাঝড়া করে দিয়েছিল ফওজিয়ার গাড়ী । কি ভাবে বেঁচে গেছে ভাবতে আশ্চর্য লাগে । আবার বলতে হয়- রাখে আল্লা..... ।

ফওজিয়ার আশা আগামী ২০১৫ এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপার্থী হিসেবে দাড়াবেন । তবে কথাটা শেষ করলেন তিনটি শব্দ দিয়ে, যদি-বেঁচে-থাকি ।

ফওজিয়ার জীবনে মা সব প্রেরনার উৎস । পিতস্মৃতি বলতে তেমন কিছু নেই । ওর বাবা ওকে কোনদিন আদর করা দূরে থাক, নাম ধরে ডাকেনি । ওকে দেখলে ওর বাবা বলতো- দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে । এছাড়া আর কোন কথা ওর বাবা কখনো ওকে কোনদিন বলেনি ।

আফগানিস্তানের পুরুষ গুলো হঠাৎ করে এমন নির্দয় হয়ে গেল কি করে?

অথচ রবীন্দ্রনাথ সেই কবে আফগানিস্তানের রহমতের সাথে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছিলেন । বাংলার রাস্তায় রাস্তায় ঝুলি কাধেঁ মাথা উচু করে ঘুড়ে বেড়াতেন । কাবুলীওয়ালা তোমার ঝুলির ভেতর কি আছে? আখরোট, কিসমিস্, পেস্তা আর হাজার মাইল দূরে ফেলে আসা পাঁচ বছরের মমতাময়ী মেয়েটির হাতের ছাপ লাগানো ছেড়া একটি কাগজ, যে মিনির মত একদন্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারেনা ।

ashisbablu@yahoo.com.au